ভোরের কাগজ

তারিখ ৬/৯/২০০৩
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

লিটনের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ হবে কি?

পত্রিকা বেচে, চায়ের দোকান চালিয়ে এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ

গৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা থেকে : চরম দারিদ্র্য লিটনের বিদ্যার্জনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। দৃঢ় সংকল্প আর কঠোর অধ্যবসায়ের কাছে হার মেনেছে প্রাত্যহিক অভাব-অনটন। অবশেষে স্বপ্ন তার বাস্তবে ধরা দিয়েছে। সারা দিন আর রাতের একাংশে জীবিকার জন্য কঠোর শ্রম দিয়েও এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে লিটন। এসএসসিতে সে প্রথম বিভাগে পাস করেছিল।

হাসান ইমাম লিটন

লিটনের পুরো নাম মোঃ হাসান ইমাম লিটন। সংবাদপত্র বিক্রি করে আর পিতার ছোট্ট চায়ের স্টলে কাজ করে পরিবারের এ জ্যেষ্ঠ সন্তানটি তার সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পাশাপাশি চলেছে তার লেখাপড়া।

লিটনের সঙ্গে কথা হয় সংবাদপত্র এজেন্ট সেকেন্দার আলী পাটোয়ারীর ঘরে। এখান থেকেই পত্রিকা নেয় লিটন। এইচএসসির ফল বেরুনোর পরদিন লিটনের এই কৃতিত্বের খবর জানতে পেরে কয়েকজন হকার বন্ধু তাকে মিষ্টি এনে খাওয়ায়। সেও বন্ধু ও নিকটজনদের মিষ্টি খাইয়েছে। তবে লিটন তার ফলাফলে খুশি হতে পারেনি। তার আশা ছিল এবারেও সে প্রথম বিভাগ পাবে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হলো না।

লিটন জানায়, সেই সকাল বেলায় উঠে সাইকেলে চড়ে ৫ কিলোমিটার দূরের এই খুলনা শহরে ছুটে আসি। 'কাগজ' নিই। বাড়ি বাড়ি বিলি করি। দুপুরে বাড়ি ফিরি। গোসল, খাওয়া-দাওয়া শেষে আবার বেরিয়ে পড়ি। কাগজের 'বিল' তোলার থাকলে তা সংগ্রহ করে জমা দেই। তারপর বাবার চায়ের স্টলে কাজ করি। বিল তোলার কাজ না থাকলে আগেভাগে দোকানে বসি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ১০টা বাজে।

দ্রুতলয়ে লিটন কথাগুলো শেষ করে। তাহলে পড়াশোনা সে কখন করতো? প্রশ্ন করায় সে জানায়, রাত ১০টায় বাসায় ফিরে খেয়ে-দেয়ে বই নিয়ে বসতাম। কিন্তু সারা দিনের খাটুনির শরীর নিয়ে বেশিক্ষণ পড়া হতো না। শরীর ঢলে পড়তো। এরই মধ্যে কোনোদিন ১ ঘন্টা, কোনোদিন ২ ঘন্টা পড়াশোনা করতে পারতো সে।

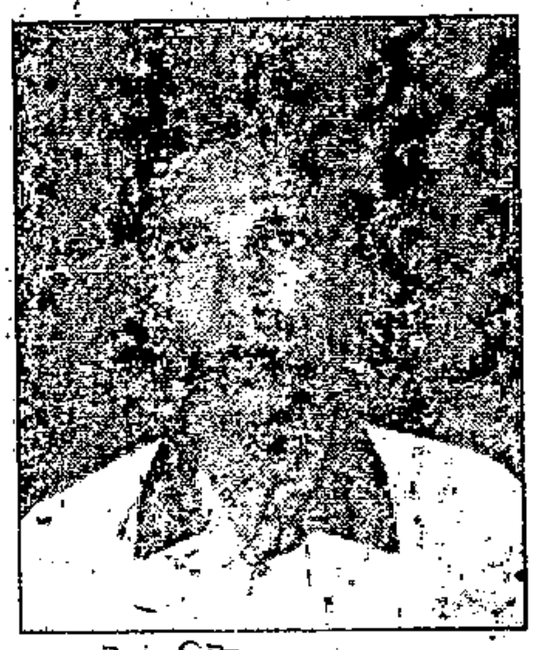

খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কের কৈয়া বাজারের কাছে তাদের বাড়ি। বাড়ি বলতে শুধুমাত্র ভিটেটুকুই। বাড়তি কোনো জমি নেই। বাজারে পিতা আব্দুর রহমানের চা-এর স্টল। এটিই তাদের পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। স্কুলে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে বাবাকে সহযোগিতা করতে দোকানে বসতো। গত দুটি বছর সে নিজেই একটি কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। সংবাদপত্র বিক্রি করা। এক কথায় হকারি। এতে সে মাসে হাজারখানেক টাকা আয় করে।

লিটনরা তিন ভাই-বোন। সে বড়ো। ছোট দুটি বোন। এদের মধ্যে রানী বড়ো, তাকে বিয়ে দিয়েছে। ছোটটি রেহানা নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মা বকুল বেগম পড়াশোনার ব্যাপারে তার প্রধান উৎসাহদাত্রী। দরিদ্র এই পরিবারটির সব দিক সামলে তিনি ছেলের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তায় ডুবে থাকেন।

লিটনের ইচ্ছা সে ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি নেবে। কিন্তু কিভাবে সম্ভব? সে জানায়, এইচএসসিতে সে কৈয়ার নতুন কলেজ শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ে পড়েছে। কাজের চাপে প্রতিদিন ক্লাস করতে পারেনি। তবে পরিশ্রমী ছেলে হিসেবে শিক্ষকরা লিটনকে সবসময়ই উৎসাহ জুগিয়েছেন। সহায়তা করেছেন। লিটনের আশঙ্কা 'বড়ো কলেজে কি প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে পড়ার সুযোগ করে নিতে পারবে? আর সুযোগ পেলেও কি সে নিয়মিত ক্লাস করে পড়াশোনা করতে পারবে?' লিটন এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও হেরে যাওয়ার আগেই হারতে চায় না সে। সে নিজেকে পরখ করতে চায়, দেখতে চায় তার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার কিনা।